বাদল পিকচার্সের

পরের ছেলে

পরিবেশক : জি·আর·পিকচার্স

বাদল পিকচার্সের নবতম নিবেদন

পরের ছেলে

পরিচালনা : অর্দ্ধেন্দু সেন

সঙ্গীত : ৺অনুপম ঘটক

কাহিনী : অবনী মোহন চিত্রনাট্য ও সংলাপ : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোঃ

গীতিকার : শৈলেন রায়

চিত্রগ্রহণ	: অনিল গুপ্ত	রূপসজ্জা	: শৈলেন গাঙ্গুলী
সম্পাদনা	: শিব ভট্টাচার্য্য	দৃশ্যপট	: অনু বর্দ্ধন
কর্ম্মসচিব	: গোবর মজুমদার	প্রচার সচিব	: ধীরেন মল্লিক
ব্যবস্থাপনা	: দেবেন বোস	স্থির চিত্র	: ভারতী চিত্রম্
শব্দগ্রহণ	: বাণী দত্ত	পরিচয় অঙ্কন	: শচীন ভট্টাচার্য্য
শিল্প নির্দ্দেশনা	: বিজয় বোস	আলোক সম্পাত	: হরেন গাঙ্গুলী

আবহ সঙ্গীত : ডি ভালসারা

শচীমাতা-গান : সুর—শঙ্কর দাশগুপ্ত কথা : গৌরীপ্রসন্ন

সহকারী

পরিচালনায়	: অজিত চক্রবর্ত্তী, অমল মুখার্জ্জি	ব্যবস্থাপনা	: ঝণ্টু, মালকার, জীবন, রাম।
সঙ্গীতে	: হারেন বোস	সাজসজ্জা	: বৈজুরাম।
শব্দগ্রহণে	: ঋষি বন্দ্যোঃ, পাঁচু মণ্ডল	আবহ সঙ্গীত	: ডি ভালসারা
সম্পাদনা	: অমলেশ সিকদার	রূপসজ্জা	: নৃপেন চট্টোঃ

চিত্রগ্রহণে : জ্যোতি লাহা, কেষ্ট মণ্ডল

আলোক-সম্পাত : সুধীর, অভিমন্যু, দুখী, সুদর্শন, অবনী।

নেপথ্যে কণ্ঠ দান

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, অপরেশ লাহিড়ী, রঞ্জিৎ রায়, শঙ্কর দাশগুপ্ত।

চরিত্র চিত্রণে

সন্ধ্যারাণী, মলিনা দেবী, অজন্তা কর, নমিতা, সুমিতা, অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, সন্তোষ সিংহ, রঞ্জিৎ রায়, বেচু সিংহ, প্রীতি মজুমদার, নৃপতি চ্যাটার্জি, রাম ভট্টাচার্য্য, মাঃ বাবুরা, ও বহু কিশোর শিল্পী।

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ও

বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসে পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : জি, আর, পিকচার্স

পরের ছেলে

নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ মাতৃত্বে! সন্তানহীনা নারীর জীবন যে কত ফাঁকা—কত একা তা যে মা সে কিছুতেই তার বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করতে পারবে না। আরতির অন্তরের ব্যথা কোথায়—, কেন আরতি সব পেয়েও এক অজানা পাওয়ার পিছু ছুটে চলেছে কে তার জবাব দেবে। আরতির চাপা কান্নার পেছনে কি অজ্ঞাতের ইঙ্গিত কে জানে?

শাশুড়ীর একমাত্র পুত্রবধূ আরতি। আরতিকে নিয়ে শাশুড়ী কত স্বপ্নের সুখ-সৌধ মনে মনে রচনা করে চলেছেন।—

কিন্তু?

আরতিকে ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না। রান্না ঘরে উনুনটা জ্বলে যাচ্ছে রান্না সামগ্রী ইতঃস্তত ছড়ানো। শাশুড়ী বৌ-এর খোঁজে এঘর ওঘর ঘুরছেন। সামনে পুত্র সমীরকে দেখে বৌমার বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন—। নালিশ আর কিছুই নয় তাঁকে কাশী পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ।

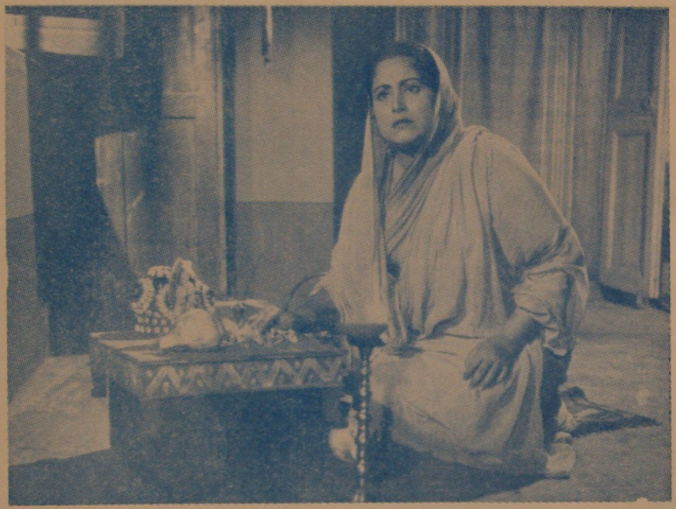

সমীর মার অন্তরটি জানে। জানে নিশ্চয় স্ত্রী আরতি বেশ কিছু অন্যায় করেছে।

কিন্তু আরতি এখন কোথায় ?

পাশের বাড়ীর সই-এর ছোট্ট ছেলেটির বড্ড অসুখ। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে। আরতি তার মাথার পাশে বসে সেবায় রত। শাশুড়ী বৌমাকে দেখে—রাগ ভুলে গেলেন। নিজেও সেবায় মেতে উঠ্লেন।

সমীর হাসল !

শিশুটির হ'ল মৃত্যু ! আরতির কান্না থামে না। সমীর প্রমাদ গুণ্লো।

সমীর কলকাতায় চাকরী পেলো। আরতিকে সঙ্গে নিয়ে সে কলকাতায় রওনা হ'ল। উদ্দেশ্য ডাক্তার দেখাবে। জানবে সত্যি কি আরতির সন্তান হবে না !

কলকাতায় সমীর এসে উঠ্লে নন্দবাবুর বাড়ী। নন্দবাবুর সন্তানভাগ্য ভালো। নন্দবাবুর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের জ্বালায় তাদের নানান অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দিয়েও থাকে। আরতির কিন্তু তা সহ্য হয় না

আরতির ঐ এক কামনা "ভগবান আমায় একটা সন্তান দাও—।"

ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেল আরতি সন্তান সম্ভবা। আরতির কি আনন্দ। পৃথিবী আজ তার কাছে নতুন রূপ নিয়ে ধরা পড়েছে।

দেবতা অলক্ষ্যে হাসেন।

আরতির সন্তানের হ'লো মৃত্যু। আরতি তো এমনটি চায় নি। সন্তান হ'বে—কিন্তু সে বাঁচবে না।

আরতি আজ উন্মাদপ্রায়।

সমীর বলে দেবতার জিনিষ দেবতা নিয়েছেন আবার তিনি দেবেন।

তাও কি সম্ভব !

দিন দিন আরতির স্বাস্থ্যহানি ঘট্তে থাকলো। সমীর পশ্চিমের পথে আরতিকে নিয়ে বায়ু পরিবর্ত্তনে বেরুলো। পথিমধ্যে একটি নবজাত শিশুকে পেল আরতি রেলকামরায়।

একি ভগবানের দান !

সমীরের শত নিষেধ সত্বেও আরতি শিশুকে কোলে তুলে নিল।

এর পর বেশ কয়েকটি বছর কেটে গেছে। সমীর আজ কলকাতার একটী কলেজে অধ্যাপনার কাজ করে। আর খোকা আজ বড় হয়েছে।

তবুও কিন্তু আরতির ভয় যদি কোন দিন খোকার মা-বাবা এসে নিয়ে যায়।

কেউ তার বাড়ীতে এলে খোকাকে সে লুকিয়ে রাখে—। এক বুড়ো বেলুনওয়ালার সঙ্গে খোকার খুব ভাব। আরতি ভয় পায়। সহ্য করতে পারে না বেলুনওয়ালাকে।

আরতি দেশে আসে—। শাশুড়ীও সহ্য করতে পারেন না এই কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটিকে।

কিন্তু আরতি বলে—"আপনার ছেলে খোকাকে নিজের ছেলে বলে স্বীকার করেছে—ওর জাত, ওর ধর্ম—আমাদের জাত ধর্ম একই।"

বৃদ্ধা শাশুড়ী সহ্য করতে পারেন না—।

এবার শাশুড়ীর সঙ্গে বৌএর সুরু হয় মনোমালিন্য।

এর শেষ কি ? ঐ বেলুনওয়ালাই বা কে ? কি তার পরিচয় ? ছেলেটি কি সত্যি কুড়িয়ে পাওয়া পরের ছেলে ?

এর জবাব দেবে সামনের রূপালী পর্দা।

(১)

শূন্য এ ঘরে আঁধার ঘনালো
প্রদীপ নিভে যায়রে।

শচীমাতা আজও কেঁদে কেঁদে বলে
আয় বাছা ফিরে আয় রে।

শচীমাতা ডাকে নিমাই নিমাই
প্রতিধ্বনি বলে নাই সে তো নাই
কেঁদে কেঁদে হায় এ পোড়া নয়ন
অন্ধ হতে চায় রে
আয় বাছা ফিরে আয়রে।

মায়েরি সে প্রাণ অত কী বোঝে
নয়নের মণিরে পথে পথে খোঁজে
বলে আয় ওরে আঁচল ছায়রে
আয় বাছা ফিরে আয়রে।

(২)

শিশু রবি আর শিশু চাঁদ নিয়ে দিনে ও রাতে॥
খুশী ভরা নীল আকাশ মায়ের পরাণ মাতে
রুক্ষ মাটির দুঃখ এনেছে মেঘেতে জল
মাটির বুকে যে দুলে ওঠে তাই নয়া ফসল
আয়রে আমার স্নেহকোমল,
আয় ভোলানাথ শিশুচপল
হাসিভরা মুখ ভরে দেবো তোর চুমার স্বাদে।

ঝিনুকের মাঝে প্রেমের নিটোল মুকুতা আছে
মায়ের মাঝারে আলোকের শিশু মুক্তি যাচে
মধুভরা ফুল গন্ধ ব্যাকুল বাতাসে নাচে
রসভরা ফল লুকানো যে তার বুকের মাঝে।

মা বলে ডাকার সুধা নিয়ে ওরে আয় আপন
শীর্ণ নদীর বুক ভরে আর সুখ প্লাবন
আয়রে আমার স্নেহকোমল,
আয় ভোলানাথ শিশুচপল
নূতন সূর্য্য নব জনমের সোহাগ প্রাতে
হাসিভরা মুখ ভরে দেবো তোর চুমার স্বাদে
শিশু রবি আর শিশু চাঁদ নিয়ে দিনে ও রাতে।

(৩)

কাজল চোখের কোমল ছায়
ঘুম ভোমরা আয়রে আয়
নয়ন চোরা স্বপন ঝোরা,
ঘুমের লহর দুলিয়ে যায়॥

আয় ঘুম আয়রে আয় ঘুম আয়রে
আয় ঘুম আয় ঘুম আয়।

আয়—আ—আ—আয়
আয়রে হাওয়া ঝিরঝিরিয়ে॥
পাতায় পাতায় শিরশিরিয়ে॥

খোকার চোখে ঘুম ফিরিয়ে
ঘুমের নূপুর বাজিয়ে পায়
আয় ঘুম আয় ঘুম আয়।

আ—আ—আ—
আহা কে ঘুমালো কে জাগে,
খোকা ঘুমায় মা জাগে
আদর চুমার চাদরখানি জড়িয়ে দিলাম তায়
আয় ঘুম আয় ঘুম আয়।

কাজল চোখের কোমল ছায়
ঘুম ভোমরা আয়রে আয়
নয়ন চোরা স্বপন ঝোরা,
ঘুমের লহর দুলিয়ে যায়
আয় ঘুম আয়রে আয় ঘুম আয়রে
আয় ঘুম আয় ঘুম আয়।

(৪)

গরম চানাচুর—আগেয়া খোকা গরম চানাচুর
এসে গেলো খোকা গরম গরম চানাচুর
চানাচুরর্ চানাচুর চানাচুর চানাচুরর্
চানাবানা হায় মালেক চানা খাতে হায়
সক্কলি চানাচুর
চানাচুর চানাচুর চানাচুর।

আহা গরম গরম—আহা লরম লরম
গরম গরম নরম নরম
সস্তা খাস্তা দামেভি কম
পাটনাই এ ছোলা ভাজা কানপুরের মটর ভাজা
ভাজা ভাজা খোকা আজা খায়ে জা।

কলকাতার খোকা খেয়ে চলে যাবে দানাপুর
দানাপুর—।

কালীঘাট কি ময়দান দেখো
ও মেরি ঝোলি কি দোকান দেখো
চানাবানা হায় মালেক চানা খাতে হায় সক্কলি
চানাচুর চানাচুর চানাচুর চানাচুরর্
আরাম কি বাদাম একি দাম বলে খোকা
একটি পয়সা খেলে পরে সারে দাঁতের পোকা
মুঠিভরা ডালমুট ঝুর ঝুর ঝুর ঝুর ঝুর ঝুর
খোকা খায় খোকী খায় কুড়মুড় কুড়মুড়
কুড়মুড় কুড়
বুড্‌টী খায় হাম্—বুড্‌ঢা দেখে—
বুড়ঢা দেখে বুড্‌টী খায়
যত খায় তত চায়, একটি পয়সা দাওনা খোকা
চলে যা বে দানাপুর দানাপুর দানাপুর—
চানাচুর চানাচুর চানাচুর—গরম গরম চানাচুর
চলে গেলো গরম গরম চানাচুর—
লে যা খোকা গরম চানাচুর

(৫)

লালবাবু দুলালবাবু এই রঙ্ বেরঙের মেলা—
লালবাবু দুলালবাবু—
মন ভোলে নয়ন ভোলে নাও হরকিসমকী খেলা
লালবাবু দুলালবাবু—
মেল চলে তুফান চলে আর ছোটে হাওয়ার গাড়ী
নাও চলে জাহাজ চলে হেঁই দেয় দরিয়া পাড়ি
লাল মেরে দুলাল মেরে এই খোকাখুকু হাসে
সুখটানে গুড়ুক টানে হেই বুড়ঢা থক্ থক্ কাসে।

নাচেরে লাল নাচে নাচে দুলাল নাচে
নাচে ময়ূর নাচে নাচেরে
নাচেরে মাছ নাচে নাচেরে ভোঁদর নাচে
নাচেরে বান্দর গাছে গাছেরে
মন ওড়ে পবন ওড়ে এই বেলুন ওড়ে ওড়ে
মন ওড়ে পবন ওড়ে
লাল চলে দুলাল চলে হেই হাওয়াই জাহাজ চড়ে
মন ওড়ে পবন ওড়ে
তার বাজে সেতার বাজে হেই টুং টাং টুং টাং সুরে
ঢোল বাজে ঢুলকি বাজে আর খুর খুর ঘুর ঘুর ঘুরে
ধন হাসে খোকন হাসে তাই ঝরে পান্না চুনি
দাম দিয়ে কি প্রাণ দিয়ে হায় কিনবে হাসিগুলি।

আয়রে লাল মেরে আয় দুলার মেরে
আয়রে চাঁদের কণা আয়রে
আয়রে প্রাণ ছুঁয়ে আয়রে পরাণ ছুঁয়ে
আহা মন করে যা সোণা রে।

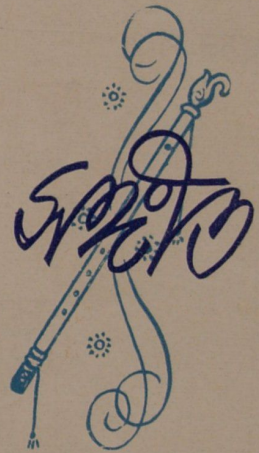

বাদল পিকচার্সের

গঠন পথে

জীবন তৃষ্ণা

পরিচালনা : অসিত সেন
সঙ্গীত : ভূপেন হাজারিকা
কাহিনী : আশুতোষ মুখোঃ

রূপায়ণে :

উত্তমকুমার সুচিত্রা সেন
বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল,
জহর গাঙ্গুলী, দীপ্তি রায়,
সুনন্দা দেবী প্রভৃতি

নেপথ্য সঙ্গীতে :

লতা মুঙ্গেশ্কর, হেমন্তকুমার,
উৎপলা সেন, ভূপেন হাজারিকা

পরবর্তী আকর্ষণ

কানামাছি ★ আগুন

কাহিনী :
শরদিন্দু বন্দ্যোঃ

কাহিনী :
তারাশঙ্কর বন্দ্যোঃ

কৃষ্ণার্জ্জুন

বাদল পিকচার্সের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব ধীরেন মল্লিক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।